ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ১৯৭ ● কলকাতা ● ০১ শ্রাবণ, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ১৮ জুলাই, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

মা হতে যাচ্ছেন দীপিকা!

পৃঃ ৫

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে কড়া বার্তা দিলো বিসিসিআই

পৃঃ ৬

মুখ্যমন্ত্রীর চিন্তা তাঁর বেকার ভাইপো

কীভাবে দাঁড়াবে, তাই বেঙ্গালুরু যাত্রা বললেন সুকান্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দলের আক্রান্ত কর্মীকে দেখতে বসিরহাট হাসপাতালে এসে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি দেশের সেরা চোর বলে আখ্যা দেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, ভাইপোকে দাঁড় করাতে বেঙ্গালুরুতে বিরোধীদের বৈঠকে গিয়েছেন মমতা। উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের সলতে পাকাতে বেঙ্গালুরুতে বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন বিরোধীরা। শনিবার সেখানে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে থাকছেন দু ডজন বিরোধী দল। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ওই বৈঠকে দেখা হবে সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে। গত বছর শরদ পাওয়ারে বাড়িতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি মন্তব্য করেছিলেন, সর্বভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের আর প্রাসঙ্গিকতা নেই। তার পরও বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেসকে নিশানা করেছে তৃণমূল। সেই দিক থেকে দেখতে গেল বিরোধীদের মঞ্চে মমতার সোনিয়ার সঙ্গে দেখা করাটা যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ।

সম্প্রতি হিঙ্গলগঞ্জের কালীতলা

এরপর ৩ পাতায়

বেঙ্গালুরুতে বিরোধীদের মহা বৈঠক,

ইউপিএ-র অস্তিত্ব বিলোপের সম্ভাবনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দেশের রাজনৈতিক মহলে মহা মঙ্গলবার! একদিকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ লোকসভা নির্বাচনের আগে আরও শক্তি বাড়াতে উদ্যত। অন্যদিকে, একই দিনে বেঙ্গালুরুতে বিরোধী দলগুলির বৈঠক।বিকেল চারটেয় যৌথ সাংবাদিক বৈঠক হবে বলে জানা যাচ্ছে। বিভিন্ন মতপার্থক্য দূরে সরিয়ে এককাট্টা হয়ে লোকসভা ভোটে লড়ে বিজেপিকে পরাস্ত করাই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য। ২৩ জুন পাটনার বৈঠকের পর বেঙ্গালুরুর দিকে তাকিয়ে রাজনৈতিক মহলে। আজ কর্নাটক মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া নৈশভোজেরও আয়োজন করেছেন।

গত মাসে পাটনায় বিরোধীদের বৈঠক দেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিচলিত বলে দাবি করেছেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। পাটনার বৈঠকের কারণেই এনডিএ-তে আরও দল যুক্ত করার লক্ষ্যে বিজেপি উদ্যোগী হয়ে কাল বৈঠক ডেকেছে বলে কটাক্ষ রমেশের।সোনিয়া গান্ধী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা পৌঁছে গিয়েছেন বেঙ্গালুরুতে। কাল বৈঠকে যোগ দিতে পারে অন্তত ২০টি রাজনৈতিক দল।

দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে এককাট্টা করে লোকসভা ভোটের রণকৌশল নির্ধারণে এই বৈঠকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।এখনও অবধি কেন্দ্রে শাসক দল বিজেপির নেতৃত্বাধীন জোটকে বলা হয় এনডিএ। বিরোধী শক্তিগুলির জোটের নাম ইউপিএ। কালকের বৈঠকে থাকছে তৃণমূল কংগ্রেস, আম আদমি পার্টির মতো দলগুলি। এই আবহে ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স বা ইউপিএ-র নাম বদলে যাওয়ার তুমুল সম্ভাবনা রয়েছে বলে দাবি করছে একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম।

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতায় ছিল

এরপর ৩ পাতায়

বেতন বন্ধ করে দেব!

গর্জে উঠলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়, হাত জোড় করে সময় চাইলেন গৌতম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিয়োগ দুর্নীতির একটি মামলায় আদালতের আগের নির্দেশ না মানায় সোমবারই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পালকে আদালতে সশরীরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। আর ভুল না করে তড়িঘড়ি এদিন হাইকোর্টে হাজির হয়েছিলেন পর্ষদ সভাপতি।এরপরেই তাঁকে শান্ত হতে বলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য তিনি গৌতম পালকে ৫ মিনিট সময়ও দেন।

আলোচনা শেষে ফের এজলাসে ঢুকে গৌতমবাবু জানান, '(আগের) অনেক নির্দেশ মেনেছি। আমরা আগামী নিয়োগ প্রক্রিয়াতে সুযোগ দেব (ওই প্রার্থীকে)। ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন প্রত্যাহার করে নেব।' যদি মামলাকারী যোগ্য হয় তাহলে আগামী নিয়োগে সুযোগ দেওয়া হবে তাঁকে, জানান গৌতম পাল।

সূত্রের খবর, পর্ষদ সভাপতির আবেদন মেনে নিয়ে এক

এরপর ৩ পাতায়

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী

আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-

what's app :- 7439971094

সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

প্রিবুক মূল্য:- ২৫০ টাকা মাত্র

আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্‌-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯

E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে Spot Exam এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৫	৩২	

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্‌-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

আবাসিক শিক্ষক চাই

- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে

ঢুকতে পুলিশি 'বাধা', ফের হাই কোর্টে নওশাদ সিদ্দিকি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে ঢুকতে পুলিশি বাধা। ফের কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। চলতি সপ্তাহে মামলার শুনানির সম্ভাবনা।সেই মতো সোমবার সকালে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন নওশাদ সিদ্দিকি। তাঁর আইনজীবী ফিরদৌস শামিম পুলিশের বিরুদ্ধে অতি সক্রিয়তার অভিযোগ তোলেন। কেনও পুলিশ নওশাদকে তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রে যেতে বাধা দিচ্ছে, সে প্রশ্ন করেন আইনজীবী। আইএসএফ বিধায়কের দাবি, তিনি নিজের বিধানসভা এলাকায় ঢুকতে না পারায় কাজে বিঘ্ন হচ্ছে। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের সিঙ্গল বেঞ্চ তাঁকে মামলা দায়ের করার অনুমতি দেয়। চলতি সপ্তাহে মামলার শুনানি সম্ভাবনা। ভোটকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল ভাঙড়। ভোট মিটলেও বোমাবাজি-গুলি বন্ধ হয়নি। প্রাণও গিয়েছে। পরবর্তীতে ভাঙড়ের নির্দিষ্ট এলাকায় জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা।ভাঙড়ের প্রবেশ দ্বারে নাকা পয়েন্ট করা হয়েছে। স্পর্শকাতর এলাকায় প্রবেশের অনুমতি মিলছে না সকলের। শুক্রবারের পর রবিবারও ফের ভাঙড়ে প্রবেশের আগে বিধাননগরের হাতিশালায় পুলিশি বাধার মুখে পড়েন স্থানীয় বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি।

একাধিকবার পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলার আরজি জানান। কিন্তু লাভ হয়নি। বারবার তাঁকে জানানো হয়েছে, নতুন কোনও নির্দেশিকা না পাওয়া পর্যন্ত তাঁকে ভাঙড়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না। এদিকে নিজের অবস্থানে অনড় নওশাদ। প্রয়োজনে হেঁটে যাওয়ার কথাও বলেছিলেন। কিন্তু দুপুর থেকে সন্ধে গড়িয়ে গেলেও অনুমতি মেলেনি। এরপরই আইনের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন আইএসএফ বিধায়ক।

আইসিএআই-এর ইআইআরসি

ট্যাক্স ক্লিনিক-এর আয়োজন করলো

Kolkata,15 July 2023: নিউজ সারাদিন : ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া (আইসিএআই)-এর (ইআইআরসি) ইস্টার্ন ইন্ডিয়া রিজিওনাল কাউন্সিল-এর উদ্যোগে ১৩ এবং ১৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখে আইসিএআই ভবন, রাসেল স্ট্রীট, কলকাতায় সফলভাবে একটি ট্যাক্স ক্লিনিকের আয়োজন হয়েছে। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল ছাত্র, করদাতা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিসহ জনসাধারণকে কর সংক্রান্ত বিষয়ে সহায়তা, নির্দেশনা এবং জ্ঞান প্রদান করা। ট্যাক্স ক্লিনিকের উদ্বোধন করেন আয়কর বিভাগের প্রিন্সিপাল কমিশনার (পিসিআইটি) শ্রী লাল চাঁদ তার আয়কর বিভাগের সিনিয়র অফিসারদের সাথে। প্রিন্সিপাল সিআইটি এবং তার দল বিভিন্ন কর-সম্পর্কিত বিষয়ে সরকারকে সহায়তা করার ক্ষমতার স্বীকৃতিস্বরূপ আইসিএআই দ্বারা নেওয়া অনন্য উদ্যোগের জন্য তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ট্যাক্স ক্লিনিকটির আয়োজন দক্ষতার সাথে সিএ দেবায়ন পাত্র, চেয়ারম্যান, ইআইআরসি এবং তার রিজিওনাল কাউন্সিল মেম্বার্স করে ছিল। তাদের উদ্যমী প্রচেষ্টা অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু সম্পাদন নিশ্চিত করেছে। আয়োজক দল ট্যাক্স ক্লিনিকের সাফল্য নিশ্চিত করতে আইসিএআই-এর প্রত্যক্ষ কর কমিটির (ডিটিসি) সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে। আইসিএআই-এর ১৬৮টি শাখা এবং সমস্ত ৫টি আঞ্চলিক কাউন্সিলে ছড়িয়ে থাকা সমস্ত বিভাগে আয়োজিত ট্যাক্স ক্লিনিক বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে। আয়কর কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে কর সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষিত এবং সহায়তা করার জন্য আইসিএআই দ্বারা নেওয়া অনন্য উদ্যোগের জন্য তাদের প্রশংসা প্রকাশ করেছে।

এই ট্যাক্স ক্লিনিক বিশাল সাফল্য অর্জন করলো এবং এটি কর-সম্পর্কিত বিষয়ে নির্দেশনা এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য জীবনের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করেছে। আয়োজক দলের উতসাহী সমর্থন সহ বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সক্রিয়।

পশুপতিনাথ শিব মন্দিরে ক্ষীর বিতরণ

জয়দীপ যাদব

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : প্রতিবারের মতো এবারও শ্রাবণ মাসের সোমবার শুভ উপলক্ষে মাটিয়াবুর্জের ১নং ওয়ার্ডের টিজি রোডে অবস্থিত পশুপতিনাথ শিব মন্দির প্রাঙ্গণে ভোলেনাথের ভোগ হিসেবে ক্ষীর বিতরণ করা হয়। বেলপুকুর যুব সংঘের প্রধান ব্যবস্থাপক সুরদা বাহাদুর সোনার পাপুল দাই উপরোক্ত তথ্য জানিয়েছেন। সুরদা বাহাদুর সোনার পাপুল দাই বলেন, উক্ত মন্দিরটি জাগ্রত ও প্রাচীন এবং জনসাধারণের বিশ্বাসের কেন্দ্রস্থল। শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার মন্দির প্রাঙ্গণে ভোগের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংঘের সভাপতি ধনঞ্জয় সিং, ১নং ওয়ার্ডের পছন্দের তৃণমূল নেতা রাম নরেশ যাদব, চন্দ্র বাহাদুর সোনার, অজয় কুমার বিজয়, সঞ্জয় জয়সওয়াল প্রমুখ।

দিঘায় বিজেপি কর্মীদের হোটেলে ভাঙচুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোট পরবর্তী আক্রোশ মেটাতে দিঘার বিজেপি কর্মী সমর্থকদের জীবন জীবিকার পথ বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিজেপি কর্মীদের হোটেলে ভাঙচুর, ই-রিকশা থেকে মোটরচালিত ভ্যান রিকশা বন্ধ করে দেওয়া, দোকান বন্ধ করে দেওয়ার পাশাপাশি মারধর ও হুমকির অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে।এই ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। উল্লেখ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনে রামনগর ১ ব্লকে অর্থাত দিঘার আশপাশে বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে হেরেছে তৃণমূল কংগ্রেস। কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতেও হেরেছে তৃণমূল কংগ্রেস। পাশাপাশি পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদেও ফল খুব একটা ভালো হয়নি তৃণমূলের। যে কারণে

এরপর ৩ পাতায়

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

পঞ্চায়েত ভোট 'দারুণ' হয়েছে!

পাঁচলায় জয়েন্ট বিডিওকে কালো গোলাপ-মিষ্টি দিলেন শুভেন্দু

হাওড়া: নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত ভোটে যথেচ্ছাচার হয়েছে, এমনই অভিযোগ বিরোধীদের। ভোটের দিন বুথ জ্যাম, ভোট লুঠ, গণনার দিন বেনিয়ম, কারসাজি-শাসকদলের বিরুদ্ধে এমনই অজস্র অভিযোগ তুলেছে বিজেপি থেকে শুরু করে সিপিএম, কংগ্রেস-সহ সবকটি রাজনৈতিক দলই। এই নিয়ে রাস্তায় আন্দোলনেও নেমেছেন অনেকে।পঞ্চায়েত ভোটে আগেই কারচুপির অভিযোগ তুলেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এবার তিনি বললেন, তৃণমূলের সঙ্গে সরকারি আধিকারিকদের একাংশও কারচুপিতে যুক্ত ছিলেন। তবে শুভেন্দুর এহেন অভিযোগ অথবা গান্ধীবাদী কার্যকলাপ নিয়ে জয়েন্ট বিডিও কিছু বলতে চাননি। তিনি পরে শুধু বলেন, 'বিডিও অফিসের ভিতর শুভেন্দু অধিকারী আসার পর তাঁকে বেশ কয়েকবার বসার অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি ফুল-মিষ্টি দেওয়ার পরেই বেরিয়ে যান।'তবে বিজেপি বিধায়ক তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সে পথে হাঁটলেন না। প্রতিবাদীর বদলে হয়ে উঠলেন গান্ধীবাদী। সোমবার সকালে হাওড়ার পাঁচলা দেখল শুভেন্দুর সেই অভিনব প্রতিবাদ।

এদিন বেলার দিকে পাঁচলায় বিডিও অফিসে পৌঁছে গিয়েছিলেন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক। সঙ্গে ছিলেন দলীয় কর্মীরাও। মূলত বিডিও'র সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বিডিওকে না পেয়ে শেষে জয়েন্ট বিডিও -র হাতে কালো গোলাপ এবং মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেন শুভেন্দু। আর মুখে বললেন, 'দারুণ ভোট করিয়েছেন।' যদিও কালো গোলাপ আর মিষ্টি পেয়ে জয়েন্ট বিডিও'র তখন মুখ লুকানোর দশা।সূত্রের খবর, পঞ্চায়েত ভোটে যথেচ্ছ লুঠ এবং অনিয়মের অভিযোগ তুলে রাজ্যের সমস্ত বিডিও অফিসেই কালো গোলাপ এবং মিষ্টির প্যাকেট বিতরণ করতে চলেছে বিজেপি। সোমবার পাঁচলা বিডিও অফিস থেকে সেই কর্মসূচি শুরু করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। একপ্রকার কটাক্ষের সুরেই শুভেন্দু জয়েন্ট বিডিওকে বলেন, 'আপনারা পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্র রক্ষা করেছেন। তার জন্য এই ফুল আর মিষ্টি দিয়ে গেলাম।' এরপর তিনি বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের বলেন, 'এঁরা এত সুন্দরভাবে গণনা করেছে যে, মমতাময়ী নির্মমতাকে সব ভোট লুঠ করে উপহার দিয়েছে।'

সকলের মুখে এবার চওড়া হাসি!

কেবল টিভি অপারেটদের নিয়ে বিরাট ঘোষণা মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেবল টিভি অপারেটারদের পাশে থাকার বার্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেবল টিভি অপারেটারদের সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় নিয়ে আসার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অপারেটারদের সমস্যার কথা জানতে দুর্গা পুজোর আগে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। পরে সংস্থার পক্ষ থেকে "কলকাতা গৌরব" সম্মান জানানো হয় সমাজের নানা ক্ষেত্রের গুণীজনদের। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। পরে সংস্থার পক্ষ থেকে "কলকাতা গৌরব" সম্মান জানানো হয় সমাজের নানা ক্ষেত্রের গুণীজনদের।সম্প্রতি কলকাতা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অফ ব্রডব্যান্ড অ্যান্ড কেবল টিভি অপারেটার্স-এর ১২ তম বার্ষিক অনুষ্ঠানে ফোন মারফত মুখ্যমন্ত্রী জানান, "কেবল অপারেটারদের প্রত্যেকে যাতে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড পায়, তা সরকার সুনিশ্চিত করবে।" তিনি বলেন, 'আমাদের ভবিষ্যত স্কিম আছে। যাতে সরকার ৫ লক্ষ টাকা গ্র্যান্ট দেয়। ওই টাকা নিয়ে আপনারা গ্রামেগঞ্জে ব্যবসা করতে পারবেন। নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারবেন। আপনাদের যে কোনও বিপদে-আপদে আমি ছিলাম, আছি, থাকবো।" অনুষ্ঠানে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, "এখন এমএসও, কেবল অপারেটারদের ব্যবসা চলছে না। বড় টেলিকম সংস্থাগুলি এখন এই ব্যবসায় এসে গেছে। তারা এসে ডিরেক্ট-টু-হোম ব্যবহার করে এই সমস্ত অপারেটার ও তাদের কর্মীদের পথে বসিয়ে দিচ্ছে।"ফিরহাদ হাকিম জানান, "রাজ্যে প্রায় ৫ লক্ষ কেবল অপারেটার রয়েছে। তাদের সঙ্গে আরও ৫০ লক্ষ মানুষ কাজ করেন।" তাঁর সংযোজন, "আমাদের কোনও একটা পলিসি করতে হবে। বড় অপারেটার এসে যাওয়ায় ছোট বন্ধ হয়ে গেল, এটা হতে পারে না। কিন্তু, গরিব মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি।" তিনি জানান, "বড় টেলিকম সংস্থা বেআইনি ভাবে ওভারহেড ফাইবার লাইন টানছে। সেই তার যখন কেটে পরিষ্কার করা হচ্ছে, তখন তাদের লবি কেবল অপারেটারদের অ্যারেস্ট করাচ্ছে। পুলিশি হেনস্থার শিকার হচ্ছে অপারেটাররা।"

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য
লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া
১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।
* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling
নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।
-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।
বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।
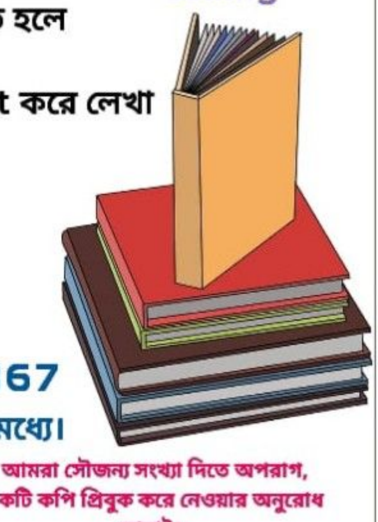
Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

বেঙ্গালুরুতে বিরোধীদের মহা বৈঠক, ইউপিএ-র অস্তিত্ব বিলোপের সম্ভাবনা

২০০৪ থেকে ২০১৪ সাল অবধি। ইউপিএ-র চেয়ারপার্সন ছিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল জানিয়েছেন, কালকের সভাতেই সর্বসম্মতভাবে জোটের নতুন নামকরণ হতে পারে। কংগ্রেস একা কিছু ঠিক করবে না। সব দলকে নিয়েই সিদ্ধান্ত হবে।লোকসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপি-বিরোধী এই মহাজোটের অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচির পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়েও কালকের বৈঠকে আলোচনা হবে। অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি নির্ধারণে একটি সাব কমিটি গঠন হবে। লোকসভা ভোটে মহাজোটের প্রচার কৌশলের বিষয়েও রূপরেখা ঠিক করবে এই কমিটি।

বিভিন্ন রাজেয় যৌথ প্রচার কর্মসূচি থেকে পদযাত্রা, সমাবেশ, প্রতিবাদ সভা কীভাবে আয়োজন করা হবে তা নিয়েও একটি সাব কমিটি গঠনের সম্ভাবনা।ইভিএম নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি জাতীয় নির্বাচন কমিশনে কিছু সংস্কারসাধনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ও উঠে আসতে পারে বৈঠকে। কাল কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের ভাষণ দিয়ে সভা শুরু হবে।

১-ম পাতার পর

বেতন বন্ধ করে দেব! গর্জে উঠলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়, হাত জোড় করে সময় চাইলেন গৌতম

সপ্তাহ নয়, বরং আদালতের নির্দেশ কার্যকর করার জন্য গৌতমবাবুকে ২ সপ্তাহ সময় দিয়েছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।তাঁকে দেখতে পেয়েই এদিন গর্জে ওঠেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় ।

আদালতের নির্দেশ না মানায় নজিরবিহীনভাবে তাঁর বেতন বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেন তিনি ।

সূত্রের খবর, ২০১৬ সালের টেট পরীক্ষায় বসেছিলেন এক চাকরিপ্রার্থী। প্রাথমিকভাবে মামলাকারী জানতে পারেন, তিনি ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি। যদিও পরে জানা যায়, তিনি টেট পরীক্ষায় পাশ করেছেন। ২০২০ সালে সেই পরীক্ষার জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। উত্তীর্ণ হয়েছেন জানতে পারার পরেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মামলাকারী। তখনই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতিকে নির্দেশ দেন, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় মামলাকারীকে যত দ্রুত সম্ভব ইন্টারভিউতে ডাকতে হবে।কিন্তু ৭ জুন আদালতের সেই নির্দেশের পরেও ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় ডাক পাননি ওই চাকরিপ্রার্থী। এরপরেই ফের হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। সোমবার সেই মামলার শুনানিতে পর্ষদের আইনজীবী জানান, এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই ডিভিশন বেঞ্চে মামলা হয়েছে। কিন্তু কবে, সেটা জানাতে পারেনি পর্ষদ। তাছাড়া মামলার নম্বরও বলতে পারেননি তিনি।

এরপরেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পালকে আপিলের নথি নিয়ে দুপুর ৩টের সময় আদালতে হাজিরা দিতে নির্দেশ দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। সেই মতোই তড়িঘড়ি এদিন কলকাতা হাইকোর্টে হাজিরা দেন পর্ষদ সভাপতি। সেখানেই প্রথমে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে ডিভিশন বেঞ্চে দায়ের করা মামলার নম্বর জানতে চান। সূত্রের খবর, সেই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর ছিল না গৌতম পালের কাছে। এরপরেই অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, তিনি গৌতম পালের বেতন বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। সেই সঙ্গে পর্ষদকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানাও করেন তিনি।

কিন্তু বেতন বন্ধের কথা শুনে এজলাসের ভিতরেই কার্যত ভেঙে পড়েন গৌতম পাল। হাত জোড় করে প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম করে পর্ষদ সভাপতি বলেন, 'আমি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করি।' আরও জানান, তিনিই পরিবারের একমাত্র রোজগেরে, বাড়িতে বৃদ্ধা মা রয়েছেন। তিনি অসুস্থ, চিকিতসা চলছে।

১-ম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর চিন্তা তাঁর বেকার ভাইপো কীভাবে দাঁড়াবে, তাই বেঙ্গালুরু যাত্রা বললেন সুকান্ত

গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৪৮ নম্বর বুথে আক্রান্ত হন পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় মণ্ডল। সোমবার তাঁকে দেখতে বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে যান সুকান্ত মজুমদার। হাসপাতালের ওয়ার্ড গিয়ে তিনি আহত সঞ্জয়ের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। পরে সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে বলেন, যারা সঞ্জয়কে মারধার করেছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা দিতে হবে।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে সুকান্ত বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ভারতের একমাত্র শুধু নন এক নম্বর চোর মুখ্যমন্ত্রী। এটা মোদীজি জানেন। গোটা ভারতে চুরিতে যদি কেউ নোবেল পেতে পারে তাহলে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যত রকমের চুরি-রণ, বনে, জল, জঙ্গলে, আকাশে, চন্দ্রযান যাচ্ছে সুযোগ পেলে ওটাও চুরি করে নিতেন মমতা। চান্স পাননি তাই। অন্যদিকে, শনিবার বেঙ্গালুরুতে বিরোধীদের বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধয়ায়। মমতা বেঙ্গালুরু সফর নিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, উনি বেঙ্গালুরুতে গিয়েছেন। যেতেই পারেন। ওখানে গিয়ে দেখে আসুন কর্ণাটকের বিভিন্ন জায়গায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে কতজন পরিয়ায়ী শ্রমিক কাজ করছেন। সোনিয়া গান্ধীর দায়িত্ব নিজের ছেলেকে দাঁড় করানো। মুখ্যমন্ত্রীর চিন্তা হচ্ছে তাঁর বেকার ভাইপো কীভাবে দাঁড়াবে। একজনের বেকার ছেলে আর একজনের বেকার ভাইপো।

ভারতের রাষ্ট্রপতি ১৮ জুলাই, ২০২৩-এ

'ভূমি সম্মান' ২০২৩ প্রদান করবেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের রাষ্ট্রপতি ১৮ জুলাই, ২০২৩ মঙ্গলবার নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে 'ভূমি সম্মান' প্রদান করবেন ৯ রাজ্যের সচিব এবং ৬৮ জন জেলাশাসক ও তাঁদের সহকর্মীদের। তাঁরা ডিজিটাল ইন্ডিয়া ল্যান্ড রেকর্ডস মডার্নাইজেশন প্রোগ্রাম (ডিআইএলআরএমপি)-র মূল উপাদানগুলি সম্পূর্ণ মাত্রায় অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। গ্রামোন্নয়ন এবং পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী শ্রী গিরিরাজ সিং জানিয়েছেন, এই অনুষ্ঠান রাজ্যের রাজস্ব এবং নথিভুক্তিকরণ কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের জন্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। গত ৭৫ বছরের মধ্যে এই প্রথম তাঁরা 'ভূমি সম্মান' পাবেন তাঁদের অভাবনীয় কাজের জন্য।ওভূমি সম্মানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য এটি একটি ঐতিহাসিক বছর।

শ্রী গিরিরাজ সিং আরও জানিয়েছেন যেওভূমি সম্মান কর্মসূচি কেন্দ্র, রাজ্য সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটি সুন্দর উদাহরণ। এটি বিশ্বাস ও অংশীদারিত্বের ভিত্তি কারণ, জমির নথির কম্পিউটারাইজেশন এবং ডিজিটাইজেশনের মূল উপাদানগুলি নির্ভর করে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর।

শ্রী সিং আরও বলেছেন যে জমির পরিচয়পত্র এবং নথিভুক্তিকরণের ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে বকেয়া মামলার সমস্যা মেটাবে। জমি নিয়ে বিতর্কের ফলে মামলা হয় এবং সেই মামলার কারণে গোটা প্রক্রিয়াটি স্থগিত হওয়ায় তার প্রভাব পড়ে দেশের জিডিপি-র ওপর।তিনি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির বিভিন্ন দপ্তরের পরিষেবা এবং সুবিধা প্রদানে জমির নথি সংক্রান্ত তথ্য অত্যন্ত কার্যকর এবং উপকারী হয়ে ওঠে। কৃষি ও কৃষককল্যাণ, সার ও রসায়ন, গণ-বন্টন ব্যবস্থা, পঞ্চায়েতি রাজ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মতো দপ্তর, সংস্থা বা মন্ত্রকের পরিষেবা প্রদান নির্ভর করে জমির বিবরণ সংক্রান্ত তথ্যের আদান-প্রদানের ওপর।

শ্রী গিরিরাজ সিং জানান যে ভূমিসম্পদ দপ্তর সারা ভারতে ৯৪ শতাংশ ডিজিটাইজেশনের কাজ সম্পূর্ণ করেছে। এখন লক্ষ্য, ২০২৪-এর ৩১ মার্চের মধ্যে দেশের সবক'টি জেলায় ১০০ শতাংশ ডিজিটাইজেশনের কাজ সম্পূর্ণ করা।

২ পাতার পর

দিঘায় বিজেপি কর্মীদের হোটেলে ভাঙচুর

আক্রোশ মেটাতে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে এই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এমনই অভিযোগ বিজেপির। যদিও দিঘা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব বিষয়টি অস্বীকার করেছে।বিজেপি কর্মীদের বেছে বেছে তাঁদের জীবন জীবিকার পথগুলো বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, এই অভিযোগে ইতিমধ্যেই দিঘা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে বিজেপি স্থানীয় নেতৃত্বরা। লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন আক্রান্ত হোটেল মালিক থেকে পর্যটক বহনকারী মোটরচালিত ভ্যান রিকশার চালকরাও। যদিও পুলিস অভিযোগ নিতে অস্বীকার করেছে বলেও অভিযোগ। বিজেপি স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, বিষয়টি খতিয়ে দেখার পর অভিযোগ নেবে বলে জানিয়েছে পুলিস। এদিকে পুলিস কোনও ব্যবস্থা না নিলে দিঘায় আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি। প্রয়োজনে স্তব্ধ করে দেবে দিঘা, এমন হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন বিজেপির দিঘার নেতৃত্বরা।

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জীবন জীবিকায়

আঘাত ও নিরাপত্তার অভাব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জীবনে চলার পথে বহু বাধা অতিক্রম করে, যে মানুষটি আজও নিজের সম্মান টুকু হারায়নি তাকে নিয়ে লেখা। আজকের দিনের সাংবাদিকদের দ্বিধাগ্রস্ত করাটা উচিত নয়।আলো ফুরালে অন্ধকার যেমন শুরু হয়, অন্ধকার এসেছে কিন্তু আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে এই জগত। পাওয়ার যোগ্য সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। সাংবাদিক জীবনের ইতিহাস তুলে ধরা বাংলার অনেকেই খারাপ চোখে দেখতে পারে কিন্তু আজকের দিনে লেখার শুরুতেই সব কথা যেন খুলে বলতে ইচ্ছা করছে। আর এ নিয়ে আজকেরে দিনে আমার লেখার বিষয়বস্তু। ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে গিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষ ভেবেছিল সবাই নিরাপত্তায় থাকবে। অথচ সেই বাংলায় বসবাসকারী সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের সপরিবারে, তারা আজও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে কেন ?এ প্রশ্নের উত্তর জবাব দিতে পারে না, শাসকশ্রেণীর ক্ষমতালোভী মানুষগুলো! মানুষ অসহায় ও অনাথের উপরে অবিচার অনাচার অত্যাচার হলেও বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কোন হেলদোল নেই আজও। তাই বারংবার জীবিকার উপরে আঘাত হানছে রাতের অন্ধকারে রাজনৈতিক যোগ সূত্রে থাকা সমাজবিরোধীরা। তাই তার পুকুরে বিষ দিয়ে প্রতিবছরে মাছ মেরে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে দেয়ার জন্য। বিষ পড়ার পরে লোকাল ছোটখাটো রাজনৈতিক যুক্ত থাকা ব্যক্তিদের কে পাঠিয়ে দেয় বাড়িতে। গিয়ে বলে আমাদের রাজনৈতিকের সঙ্গে থাকলে এটা হয়তো আর হতো না। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট করে দেয়, যে রাজনীতি ঝান্ডা ধরাতে ব্যস্ত এলাকায় ক্ষমতা থাকা রাজনৈতিক দলেরা। বারবার হুমকি অত্যাচার অবিচার এসব বা কেনই হবে দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে এই পরিবারের উপর। সবটাকি ক্ষমতায় টিকে থাকতে হবে এটাই তার মূল মন্ত্র। এককভাবে জিতে এই স্বার্থন্বেষী মুকুল রায়ের কথা শুনে সিপিএম দল থেকে ভাঙ্গিয়ে নেতা গুলোকে তৃণমূল এনেছিল, এর ফলে ভেবেছিল বাংলায় আরো ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবে কিন্তু তাতে মনে হয় আজ তিনি ব্যর্থ।

যেসব জনগণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখের দিকে তাকিয়ে ভোট দিয়েছিলেন, তাদের উপর অত্যাচার আজও অব্যাহত। যে সাংবাদিক গ্রামের অত্যাচার-অবিচার সহ্য করে দিদির জন্য কলম ধরেছিল, সেই সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার আজও তারা কেন এই এলাকায় অবহেলিত, অত্যাচারিত লাঞ্ছনা গঞ্জনা অপমান সহ্য করতে হচ্ছে। তাকে মেরে ফেলারও পরিকল্পনায় অব্যাহত রয়েছে। জমি জায়গাগুলো কেড়ে নেমে বলে বিভিন্ন কৌশল তৈরি করছে। বাংলায় সাংবাদিকদের উপরে এটা হবে সেটা ভাবা যায় না। সাংবাদিক সপরিবারে অত্যাচার অবিচার অনাচার সহ্য করতে করতে আজ তার পরিবারের সবাই ক্লান্ত, তার পিতা খুবই অসুস্থ, মাতা ও অসুস্থ ,অথচ তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রয়েছে। অবৈধ বিদ্যুতের বিলের মাশুল তাদের কাজ দিয়ে আদায় করা হচ্ছে জোরপূর্বক ভাবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লিখিত জানিয়েও তার সুরাহা আজও মেলেনি। সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার দীর্ঘকালীন অসুস্থ, অসুস্থতার মধ্যেও তিনি কলম ধরে আজ ও লিখে যাচ্ছেন সমাজ সংস্কারের জন্য। এই অসহায় সাংবাদিকদের পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের কয়েকটি সাংবাদিক সংগঠন সার্ক জার্নালিস্ট ফোরাম ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়নের মত অন্যান্য সংস্থা। এই সংস্থা যেভাবে প্রতিনিধি পাঠিয়ে মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে নিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাইছে তা তুলে ধরছি। বাইরের চেহারা টা দেখে যেমন শিল্পীকে চেনা যায় না প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানের কথায়। ঠিক তেমনি একজন মানুষকে ও একজন সাংবাদিক কেও বাইরের চেহারায় তাকে চেনা যায় না । বাইরের চেহারার মাঝেও ভিতরে তার বুকে কত জ্বালা সেটা জানতে গেলে, বুঝতে গেলে, খুব সতর্ক ভাবে নিজের সুবুদ্ধি কে কাজে লাগিয়ে মানুষের সঙ্গে গভীর ভাবে না মিশলে কখনোই তার ভিতরের চেহারার স্বরূপ ধরা পড়বে না। আজ সংগঠনের পক্ষ থেকে মুখোমুখি হয়েছি যিনি একজন সৎ নিষ্ঠাবান নির্ভিক সাংবাদিক নাম মৃত্যুঞ্জয় সরদার । দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের হেদিয়া গ্রামের মানুষ মৃত্যুঞ্জয় বাবু। তার ছেলেবেলা খুব দুক্ষ কষ্টের রঙে মাখা। দারিদ্রতা ছেলেবেলা থেকে আজও পর্যন্ত পিছু ছাড়ে নি। নিত্য অভাব অনটনের মাঝে খুব কষ্টের মধ্যে জীবন সংসার চালিয়েও তিনি শত বাধা এলেও কখনো লেখা লেখি থেকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হন নি। কিশোর যৌবনে তার বিবেক চেতন মন সবসময়ই প্রতিবাদী হয়ে উঠে ধরেছে কলম।

মৃত্যুঞ্জয় এর কথায় বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ রা রাজনীতির জালে জড়িয়ে ছিলেন। রাজনীতি তে খুব নোংরামি , হানাহানি আর খাওয়া খায়ী , কে কত আত্মসাৎ করতে পারে কে কত মেরে মুড়ে লুটে পুটে গুছিয়ে নিতে পারে তার কম্পিটিসন চলে । এই সমাজে এই নোংরা রাজনীতির খেলার প্রতিযোগিতার আঙিনায় তার পরিবারের লোকজনের সাথে একশ্রেণীর অসৎ মানুষ তাদের সংসারে নানাভাবে আঘাতের পর আঘাত হেনেছে। তাই ছোট থেকেই সমাজের কাছে নানাভাবে দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা গঞ্জনা পেতে হয়েছে এমনকি বিনা দোষে তাকে জেল ও খাটতে হয়েছে সমাজের দুষ্ট চক্রের ফাঁদে তাকে মিথ্যা করে কষ্ট দিয়েছে অসৎ অমানুষের দল। এক সময় নুন আনতে যার পান্তা ফুরাত সেই মৃত্যুঞ্জয় অনেক কষ্টে কলকাতায় লেখাপড়া করেন এক সহৃদয় ব্যাক্তির সাহায্য আইপিএস অজয় রানাডে হাত ধরে, এছাড়া তিনি কম্পিউটার ইনফরমেশন টেকনোলজি ডিপ্লোমা কোর্স করেছেন। শিক্ষিত বেকার হয়েও ভাগ্যে জোটে নি কোনো কর্মযোগে চাকরি, তাই লেখালেখি কেই কর্মযোগে বেছে নিয়ে বহুদিন আগেই ধরেছিলেন প্রতিবাদী কলম হাতে। ছোট থেকেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ফ্রীলান্স এ লিখতেন নানা খবর। সকলেই ছাপ তেন কিন্তূ কিছুই অর্থ উপায় হত না। হটাৎ একদিন বাসন্তী হাইওয়ের উপরে আমঝাড়াতে পুলিশ কে পিষে দিলো একটা লরি বাঘের চামড়া নিয়ে পালিয়ে যাবার সময়। সেই খবর তৈরি করে মৃত্যুঞ্জয় বাবু অনেক পেপার কে লিখে জানায় তার পর দিনই পেপারের হেডলাইন মৃত্যুঞ্জয় সরদার এর লেখা খবর তার সাংবাদিক জীবনের দরজা খুলে দিলো।

মৃত্যুঞ্জয় বাবু বলেন আমাকে সাংবাদিক রূপে চেনানো মানুষের মাঝে এ যেন বন বিবি দেবীর আশির্বাদ। তার পর থেকে পয়সা পেলেও বা কি নাপেলেও শুধু লিখে চলেছেন কখনো খবর ভিত্তিক, আর্টিকেল, সম্পাদকীয় কলমে আমার প্রতিবাদী ভাষার অলংকারের ঝংকারে কলম ধরে নানা বিষয়ে আর্থিক লিপি, দুরন্ত বার্তা, সকাল সকাল ও বহু নামি দামি পত্রিকায় কখনো নিজের নামে আবার সংবাদ দাতা হয়ে। সাংবাদিক হিসাবে তিনি একজন সমাজ সচেতনের নিষ্ঠাবান সৎ ব্যাক্তি। সমাজের নানা অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী লেখা লিখে সবসময়ই তাকে জীবনে বেঁচে থাকতে হয় তার চলার পথে স্বার্থে ঘা লাগা মানুষেরা হুমকি দেয়, কেউ আবার প্রাণ নাশের হুমকি দেয়। তবু লেখা থেকে তিনি সরে যাননি। ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এন্ড অল এডিটর্স এসোসিয়েশনের জাতীয় সম্পাদক ও নিউজ সারাদিন এর সম্পাদক হয়ে সাংবাদিক জীবনে সব সময় মৃত্যুঞ্জয় সরদার সৎ ভাবে কাজ করার প্রতিজ্ঞা করে সমাজ সচেতনের ভূমিকা নিয়ে চলেছেন। সাংসারিক জীবনে স্ত্রী ও কন্যা এবং বৃদ্ধা পিতা মাতা ও ভাই ও ভাইয়ের সংসার নিয়ে যৌথভাবেই অতি কষ্টে জীবন যাপন করেন। ঘর বাড়ির অবস্থা ভগ্নদশা তবু সরকারি আবাস যোগনায় তিনি আজও নতুন বাড়ি তৈরির সুযোগ পাননি। অভাব অনটনের মাঝেও তার শারীরিক অসুস্থতা তাকে বড় কষ্ট দেয়। মৃত্যুঞ্জয় বলেন ভাতের জোগাড় করব না ওষুধের জোগাড় করব। আমি অসুস্থ ,আমার বৃদ্ধা পিতা মাতা অসুস্থ সকলের চিকিৎসা ওষুধ জোগাড় করতেই হিম সিম খেতে হয়। এই ভাবেই চলছে একজন লড়াকু প্রতিবাদী সাংবাদিক এর জীবন। সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার আর এক অন্য রূপে তার নিজস্ব প্রতিভায় তিনি চলচিত্রের জগতে অনেক আগে থেকেই টুকি টাকি ছোট খাটো অভিনয় করেছেন। অনেক ধারাবাহিক এ ছোট ছোট চরিত্রে যেমন সোনার হরিণ, ইন্দুবালা, তে অভিনয় করেছেন এছাড়া তিনি বলেন সিনেমা জগতে বারুদ, রামলক্ষন ,প্রেমী, রাস্তার মতন ছবিতে ডেমি কাজ করেছিলেন, এছাড়া সিনেমা জগতে ফাইটিং শেখা, অভিনয় ও ডিরেকশন এর কাজ শেখা তার খুব প্রিয় ছিলো । টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়ায় ঘুড়ে ঘুড়ে অনেক কিছুই শেখেন ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। এই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা কে পাথেয় করে বর্তমানে তিনি তথ্যচিত্র তৈরি করতে ডিরেকশন দিয়ে কাজ শুরু করেছেন। যত সব নোংরা নীতিগত হীন লোকেদের নেতা সাজিয়েছে, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সে ভুলের কি আদৌ টের পেয়েছে। সেই কারণে সৎ ও নিষ্ঠাবান সাংবাদিক পরিবারের উপরে আজ অবহেলায় অবহেলিত অত্যাচারিত বঞ্চিত এর হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না এই সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার। মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের মতো নিরীহ পরিবার এই গ্রামে নেই আর কেউ নেই। তাই দীর্ঘ বছর ধরে মৃত্যুঞ্জয়ের পূর্বপুরুষ ও মৃত্যুঞ্জয় এর উপরে আজও অত্যাচার অব্যাহত রয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় সরদারের সপরিবারে জীবন-জীবিকা করত একটি মৎস্য চাষের ভেরির উপরে মাছ চাষ করে। সেই ভেরি টা জবর দখল করে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচেছ সমাজবিরোধীরা । এই এলাকার সমস্ত ভেড়ির মালিক নদী থেকে নোনাজল ঢুকিয়ে মাছ চাষ করে, অথচ দীর্ঘবছর এই পরিবারের ভেড়িতে নোনা ঢুকিতে দেওয়া হয় না। জল নিকাশি রাস্তার জবর দখল করে নিয়েছে। মাছ চাষ করে তার জীবন জীবিকা নির্বাহ করাটা বড় দায় হয়ে গেছে। তাই পোল্ট্রী ফার্ম করে কোন রকম তাদের জীবন-জীবিকা রুটি রোজগার জোগাড় করছে, অসহায় অবস্থার মধ্যে। এই এলাকায় যেকোনোভাবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে সুকৌশলে মেরে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচেছ সমাজবিরোধীরা।পুলিশ প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহলে মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে এককথায় চেনার পরেও ,তার ওপরে অত্যাচার আজও অব্যাহত। কোন এক শক্তির কাছে পুলিশ যেন নিরুপায় হয়ে মৃত্যুঞ্জয় কে মন খুলে সাহায্য করতে পারে না। মৃত্যুঞ্জয় সরকারের সঙ্গে কথা বলে তার সম্বন্ধে যতটুকু জানতে পেরেছি, আজ এই লেখার মাধ্যমে সমাজের কাছে জানাতে চাই।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ১৯৭ সংখ্যা ১৮ জুলাই, ২০২৩ মঙ্গলবার ০১ শ্রাবণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

বার বার কেন ৩৫৫ ধারা বা ৩৫৬ ধারা জারির কথা বলে রাজ্য বিজেপি? কোনও অঙ্ক আছে।

বাংলার সরকার কি নিজে থেকেই পড়ে যাবে? না কি ৩৫৬ ধারা জারি করে সরকার ফেলে দেওয়া হবে? না কি জারি করা হবে ৩৫৫ ধারা? বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কি তেমনই চান? না-চাইলে রাজ্যের প্রথম সারির নেতারা লাগাতার কেন এমন বলছেন? কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কি রাজ্য নেতৃত্বের ভাবনার সাযুজ্য রয়েছে?তবে রাজ্যে ৩৫৫ বা ৩৫৬ ধারা প্রয়োগের দাবি তুললেও কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে এমন দাবি নিয়ে রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্ব কখনও গিয়েছেন বলে জানা যায়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অনেক দূর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বা দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডার কাছেও এমন দাবি নিয়ে যাননি সুকান্তেরা। তাঁরা জানেন রাজনৈতিক ভাবে অনেক দাবি তোলা গেলেও সেই দাবি মেনে প্রশাসনিক পদক্ষেপ করাটা সহজ নয়।

কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা মনে করেন, রাজ্য সরকারের উপরে 'চাপ' তৈরি করার জন্য নিরন্তর এমন দাবি তোলা জরুরি। একই সঙ্গে শাসক শিবিরের বিধায়কদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে রাখাটাও জরুরি যে, তাঁদের মধ্যে কেউ কি বিরোধীদলের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করছেন? এই দাবি তোলা জরুরি পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফলের পর দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা রাখতেও।না কি সবটাই 'কৌশল'?

'নীতিগত' ভাবেই বিজেপি কোনও নির্বাচিত সরকার ফেলে দেওয়ার বিপক্ষে। কারণ, তাতে যে দলের সরকার ফেলা হবে, তারা 'শহিদ'-এর মর্যাদা পেয়ে যাবে এবং তার ফয়দা তোলার অবকাশ পাবে পরের নির্বাচনে। বিশেষ প্রয়োজনে সরকার ফেলে দেওয়ার ধারা সংবিধানে দেওয়া থাকলেও ওই পদক্ষেপকে মূলত 'অগণতান্ত্রিক' বলেই মনে করা হয়। ফলে বিজেপি চাইবে না তৃণমূল তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সুযোগ পেয়ে যান। আর সংবিধানের ৩৫৫ ধারা জারির জন্য রাজ্য সরকারকেই আবেদন করতে হয়। তবে রাজ্যপাল বা আদালতের তরফেও এমন সুপারিশ করা যায়।জগদীপ ধনখড় রাজ্যপাল থাকার সময়েও বার বার ৩৫৫ ধারা জারির দাবি তুলেছে বিজেপি। ধনখড়ের জায়গায় রাজভবনে সিভি আনন্দ বোস আসার পরে রাজ্য বিজেপি ৩৫৫-র দাবি তোলে রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে কয়েকটি জায়গায় অশান্তি হওয়ায়। তাদের দাবি ছিল, রাজ্যের দু'টি এলাকাকে 'উপদ্রুত' অঞ্চল ধরে নিয়ে ৩৫৫ ধারা জারির জন্য কেন্দ্রকে রাজ্যপাল চিঠি পাঠান। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তখন বলেছিলেন, "সাংবিধানিক প্রধান তাঁর সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে রিপোর্ট না চেয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দিল্লিকে জানান। তা হলে বুঝব, উনি কিছু করে দেখাতে চাইছেন!"ঘটনাচক্রে, বছর খানেক আগে থেকে শুভেন্দু রাজ্য সরকারকে 'নিষ্কর্মা' (লেম ডাক) বলতে শুরু করেছেন। সোমবারও শুভেন্দু দাবি করেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি ৩৫৫ প্রয়োগের অনুকূল।" তবে পাশাপাশিই তাঁর বক্তব্য, তিন ভাবে ওই ধারা প্রয়োগ করা যায়। প্রথমত, রাজ্য মন্ত্রিসভা কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, রাজ্যের ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে রাজ্যপাল যদি সুপারিশ করেন। সে ক্ষেত্রে মণিপুরে সিআরপিএফের অবসরপ্রাপ্ত ডিজিপি কুলদীপ সিংহকে যেমন মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শদাতা করা হয়েছে, এখানেও তা করা যেতে পারে। তবে রাজ্যপাল না লিখলে তা হবে না। তৃতীয়ত, সংশ্লিষ্ট হাই কোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিপর্যয় হলে এই ধরনের রায় দিতে পারে। যা রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার মানতে বাধ্য।রাজ্যপাল বোস তেমন কিছু করেননি। করবেন, এমন কোনও ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও সেই দাবি উঠেছে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অশান্তির অভিযোগের প্রেক্ষিতে। শনিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেছিলেন, "আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, পাঁচ মাসের মধ্যে এই রাজ্যের সরকার পড়ে যাবে।" শান্তনুর কথার প্রেক্ষিতে এক প্রশ্নের জবাবে রবিবার রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেছিলেন, "সরকার পাঁচ মাস, ছ'মাস যখন খুশি পড়ে যেতে পারে। সরকার চলে বিধায়কদের সমর্থনে। বিধায়কেরা হঠাত মনে করল, আমরা সমর্থন করব না! আমরা অন্য কাউকে সমর্থন করব!"বিজেপির অন্যতম শীর্ষনেতা দিলীপ ঘোষ আবার এর মধ্যেই সোমবার সকালে বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার বাংলায় ৩৫৫ কিংবা ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করার কথা ভাবছে কি না, আমার ঠিক জানা নেই। পশ্চিমবঙ্গে আগে কখনও তা হয়েছে কি না জানি না। সম্ভবত বিজেপিও কোনও রাজ্যে এটা করেনি।" একই সঙ্গে তিনি বলেন, "মানুষের জনমতে সরকার তৈরি হয়েছে। তাকে ভেঙে দেওয়াটাও গণতন্ত্রবিরোধী।"

তার কিছু পরেই শান্তনু বলেন, "আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে। আমি বলেছি, পাঁচ মাসের মধ্যে এই রাজ্যের সরকার পড়ে যাবে। এটা বলিনি যে, সরকার ফেলে দেওয়া হবে! তবে স্বাধীনতার পরে কোথাও কখনও এমন অরাজকতা দেখা যায়নি, যেটা এখন বাংলায় হচ্ছে। এই পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে যা হয়েছে, তাতে মনে হয়েছে গায়ের জোরে সরকার টিকে রয়েছে। তৃণমূলের অনেকেই এ ভাবে জয় মেনে নিতে পারছেন না। সেখানে আমি শাবাশি দেব? ধান-দুর্বা দিয়ে পুজো দেব?"সুকান্তেরও বক্তব্য, "এখন রাজ্যের যা রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, তাতে অনেক জায়গাতেই ৩৫৫ প্রয়োগ করার মতো অবস্থা। সরকার ফেলে দেওয়া হবে কখনওই বলিনি। বলেছি, তৃণমূলের যা অবস্থা, তাতে সরকার পড়ে যেতে পারে।"দুই নেতার সোমবারের বক্তব্য শুনে অনেকেই মনে করছেন, তাঁরা খানিকটা 'সংযত' হয়েছেন। 'ফেলে দেওয়ার' থেকে 'পড়ে যাওয়া'য় বেশি জোর দিচ্ছেন। কিন্তু সরকার পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও কি আছে? শাসক তৃণমূলের প্রথম সারির নেতারা এখনও পর্যন্ত এই বক্তব্য হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন। তাঁদের বরং বক্তব্য, এ সব আসলে রাজ্য সরকার এবং শাসকদলের বিধায়কদের একাংশকে চাপে রাখার চেষ্টা। ঠিক যে ভাবে শাসক শিবিরের বিধায়কদের কাউকে কাউকে ইডি বা আয়কর হানার কথা বলে 'ভয়' দেখানো হয়। শাসক শিবিরের এক নেতার কথায়, "এ ভাবে ঢাকঢোল পিটিয়ে সরকার ফেলার কথা বা পড়ে যাওয়ার কথা কেউ বলে নাকি! বিজেপি তো আরওই বলবে না। আমাদের বিধায়কদের অন্য কোনও দলকে সমর্থন করার অর্থ তো ঘোড়া কেনাবেচার ইঙ্গিত দেওয়া! মহারাষ্ট্রে বিজেপির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছিল! কিন্তু এ সব কি কেউ আগে থেকে বলে করে? মহারাষ্ট্রে কী হতে চলেছে, তা কি আগে কাকপক্ষীতেও টের পেয়েছিল?"বস্তুত, মহারাষ্ট্রে বিজেপি সরকার ভাঙলেও সেখানে গণতান্ত্রিক নিয়মের আওতার মধ্যে থেকেই শিন্ডে সরকার তৈরি হয়েছে। প্রথমে নিজের দল শিবসেনা ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলেন একনাথ শিন্ডে। পরে বিজেপির সমর্থন নিয়ে সরকার গড়েছেন। উদ্ধব ঠাকরে সরকারের পতন হয়েছিল মূলত রাজনৈতিক কারণে। শিবসেনার অভ্যন্তরীণ গোলমালের ফলে। বিজেপির রাজনৈতিক ভূমিকা থাকলেও সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও 'প্রশাসনিক প্রভাব' ছিল না। তার পরে আস্থা ভোটে জিতে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন শিন্ডে।

ন্যায় কর্মফল দাতা শনি দেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অন্যদিকে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের গণেশের জন্মকাহিনির সঙ্গে শনির যোগের কথা অনেকেই জানেন। তবু সেটার উল্লেখ না করলে এই রচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। উক্ত পুরাণ মতে, শনি আদৌ কুদৃষ্টি নিয়ে জন্মাননি; বরং স্ত্রীর অভিশাপই তাঁর কুদৃষ্টির কারণ।

ক্রমশঃ

জনগণের কাছে সঠিক খবর পৌঁছে দেওয়াই একজন দেশপ্রেমিক সাংবাদিকের কাজ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তৃতীয় পর্ব)

সাংবাদিকতার জন্য একথা বলাই যায়।'

ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন' ইংরাজী ছাড়াও তামিল, গুজরাতি ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ হয়েছে। এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখায় দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন সরকারের টনক নড়ে এবং তার ফলে বেশ কিছু আইনেরও রদবদল করতে বাধ্য হয় দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার। ১৯১৪ সাল। গান্ধীজি এলেন ভারতে। যোগ দিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে, এবং স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হলেন। তিনি মনে করতেন জনগণের কাছে সঠিক খবর পৌঁছে দেওয়াই একজন দেশপ্রেমিক সাংবাদিকের কাজ। বিখ্যাত সাংবাদিক কে রামরাও গান্ধীজি সম্পর্কে বলেছেলিন, গান্ধীজি সংবাদপত্র জগতের জন্য পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করতেন। সংবাদপত্র জগতের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। তিনি তাঁর বক্তব্য, অনুপ্রেরণা ইত্যাদি জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে ব্যবহার করতেন সংবাদপত্রকে। ভারতীয় সাংবাদিকতায় তাঁর অসামান্য ভূকিকা এখান থেকেই উপলব্ধি করা যায়। হোমরুল লীগ মুম্বাইএ প্রতিষ্ঠা করল 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকা। ১৯১৯ সাল নাগাদ গান্ধীজি এই পত্রিকার সম্পাদক হন। এই সময়ে তিনি 'নাজীবন' নামক একটি গুজরাতি মাসিক পত্রিকার সম্পাদকেরও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই পত্রিকাটি ১৯৩২ সাল অবধি চলেছিল। এই পত্রিকাটি মূলতঃ গান্ধীজির ঐকান্তিক চেষ্টায় সাপ্তাহিক পত্রিকায় পরিণত হয়। তিনি তাঁর আত্মকোথায় বলেছিলেন সংবাদপত্রের উদ্দেশ্যে হলো জনগণের মনোভাব জানা এবং তা প্রকাশ করা। তিনি আরও বলেছিলেন জনগণের আবেগকে জাগ্রত করাও সংবাদপত্রের প্রধান উদ্দেশ্যে। গান্ধীজি মনে করতেন জনপ্রিয় সত্যি ঘটনাগুলিকে নির্ভীকভাবে প্রকাশ করা উচিত একটি সংবাদপত্রের। 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকা দক্ষতার সঙ্গে অনেকগুলি বছর সম্পাদনা করেছিলেন, শুধুমাত্র ইংরেজ সরকারের দৌলতে তাঁর জেলে থাকার সময়টুকু বাদ দিলে। বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবার পর গান্ধীজি শুরু করেন 'হরিজন' নামক একটি ইংরাজী পত্রিকা। হরিজন সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর সংগ্রাম চিরঃস্মরণীয়। এর জন্য হরিজন পত্রিকাটি ছাড়াও গুজরাতি ভাষায় 'হরিজন বন্ধু' এবং হিন্দী ভাষায় 'হরিজন সেবক' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি নিজে হরিজন পত্রিকার সম্পাদক না হয়েও এই পত্রিকার উন্নতির জন্য প্রভূত চেষ্টা করেছিলেন এবং পত্রিকাটিকে আন্দোলনের একটি অস্ত্রে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।) গান্ধীজি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রয়োজন ও গুরুত্ব আর বিস্তারের জন্য দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য দক্ষতার সঙ্গে সংবাদপত্রকে ব্যবহার করেছিলেন। সংবাদপত্র সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব কিছু চিন্তা ভাবনা ছিলো। সম্পাদক হিসাবে তিনি অন্যরকম ভাবধারায় চলতেন। সর্বাগ্রে তিনি বিজ্ঞাপন বিরোধী ছিলেন। তাঁর পত্রিকায় কোনও বিজ্ঞাপন ছাপা হতো না। কিন্তু তিনি এটাও চাইতেন না যে পত্রিকা লোকসানে চলুক। সেইকারণে প্রচার বাড়াতে সচেষ্ট ছিলেন। সংবাদপত্র চলতে যে অর্থের প্রয়োজন তা তিনি সংগ্রহ করতেন গ্রাহকদের কাছ থেকে। পত্রিকা চালানোর পর যে অর্থ অবশিষ্ট থাকতো তা তিনি পুনরায় গ্রাহকদের ফেরত দিয়ে দিতেন নতুবা অন্য কোনও ভাল কাজে ব্যবহার করতেন। তিনি নিজে সংবাদপত্র থেকে কোনও অর্থ নিজের জন্য নিতেন না। সম্পুর্ন স্বেচ্ছাসেবক রূপে নিজের দায়িত্ব পালন করতেন। সরকার কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া কোনও নির্দেশ তা ছিলো না-পসন্দ। তিনি এটি মানতে চাইতেন না। তবে সংবাদপত্র পরিচালনার ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে সরাসরি কোনও সংঘর্ষ করেননি। এক্ষেত্রেও তিনি তাঁর নিজস্ব অহিংসনীতি মেনে চলতেন। গান্ধীজি ইংরাজী সংবাদপত্রে সাংবাদিকতা মন থেকে পছন্দ করতেন না। তবুও তিনি এটা করতেন অহিন্দিভাষীদের বিশেষত দক্ষিণ ভারতীয়দের মধ্যে তাঁর মতবাদ পৌঁছে দেবার জন্য। তিনি মনে করতেন আঞ্চলিক ভাষায় সংবাদপত্র অনেক বেশি করে প্রকাশিত হওয়া উচিত। কারণ এটি অনেক বেশি সাধারণ মানুষের কাছে খবর পৌঁছে দেয়। তথ্য বলছে ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকার প্রচার সংখ্যা চিলমাত্র ১২০০, কিন্তু নবজীবন পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছিলো ১২০০০। আর এই কারণে তিনি পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা কমকরে ২৫০০ না হলে সেই পত্রিকার সম্পাদনা করতে চাইতেন না। পরে দেখা গেল ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বেড়ে হল ৪৫০০০। গান্ধীজির সংবাদিকতার শৈলী ছিলো সোজা-সাপটা, সহজ-সরল এবং বলিষ্ঠ। তিনি বলতেন পত্রিকা একপাতার হোক, তবুও তাতে যেন সুন্দর ভাষায় লেখা থাকে। গান্ধীজি গুজরাতি ভাষার সাংবাদিকতায় এক নতুন জোয়ার নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সময় থেকেই গুজরাতি ভাষার সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকতা উন্নত হতে শুরু করে এবং অন্য আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্রের সঙ্গে তাল মেলাতে শুরু করে শুধুমাত্র তাঁর লিখন শৈলীর জন্য। তাঁর চিন্তা-ভাবনা, স্বাধীনতা সংগ্রামের বক্তব্য, জনগণের মধ্যে যাঁরা দুর্বল শ্রেণী তাঁদের কথা তাঁদের অর্থনৈতিক ও সামাজিকও দূরবস্থার চিত্র প্রতিফলিত হতো তাঁর লেখায়। আর সেই লেখা সপ্তাহের শেষে পৌঁছে যেত গ্রাহকদের কাছে। তাঁর সাংবাদিকতার ভাষা অন্য সমকালীন সাংবাদিকদের প্রভাবিত করেছিলো। এখনকার সাংবাদিকদের সেই ভাষা, স্টাইল প্রেরণা যোগায়। তিনি শুধু নিজের পত্রিকাগুলো নিয়ে ভাবতেন না। তিনি সাংবাদিকতায় এতটাই সম্পৃক্ত ছিলেন, এবং সদাই তার উন্নতির কথা ভাবতেন সেটাও স্মরণযোগ্য। একবার মিঃ জায়কার গান্ধীজিকে খাদি শিল্পের উন্নতির জন্য ২৫০০ টাকা দান করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজি পুরো টাকাটা 'ইন্ডিপেন্ডেন্স' পত্রিকার টিঁকে থাকার লড়াইয়ে দান করে দেন। মতিলাল নেহেরু ছিলেন সেই সময়ে 'ইন্ডিপেন্ডেন্স' পত্রিকার মালিক এবং পত্রিকাটির অবস্থা তখন একদমই ভালো ছিলো না। এই ঘটনা প্রমাণ করে ভারতীয় সংবাদপত্রের উন্নতির জন্য গান্ধীজি সদাই আন্তরিক সচেষ্ট ছিলেন। তিনি অন্য পত্রিকার সম্পাদকদের সঙ্গে মৌখিক ভাবে অথবা লেখার মাধ্যমে যোগাযোগ রেখে চলতেন।সন্ত্রাসীরা সাংবাদিকদের খুন করে, রাজনীতিবিদ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সুযোগ পেলে সাংবাদিকদের নামে মামলা ঠুকে দেয়। আবার রাজপথে সাংবাদিক পেটায়। এদেশে বরাবরই নানা হামলা মামলার শিকার হচেছন গণমাধ্যমকর্মীরা। সন্ত্রাসী, আইশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এমনকি রাজনৈতিক নেতা, জনপ্রতিনিধি পর্যন্ত সুযোগ পেলে সাংবাদিকদের উপর ঝাল মেটায়। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কাউকে ছাড় না দিয়ে সাংবাদিকদের ঘুষ-দুর্নীতি, অনিয়মের বিরুদ্ধে লিখতে হয়। আর তাতেই ক্ষেপে যান সংশ্লিষ্টরা। কখনো জীবন কেড়ে নেওয়া, কখনো শরীরে হামলা আবার প্রায়সই মিথ্যা মামলার শিকার হয়ে জেলে যাচেছন সাংবাদিকরা।খবর সংগ্রহকারী সাংবাদিকরা নিজেরাই খবর হচ্ছেন। প্রতি বছরই একাধিক সাংবাদিকের অপঘাতে মৃত্যু হচ্ছে, কিন্তু সারা জীবন সত্যের পেছনে ছুটে বেড়ানো এসব সাংবাদিকের হত্যা রহস্য হিমশীতল বরফের আড়ালেই থেকে যাচ্ছে। শুধু বিচারই নয়, একটি হত্যাকান্ডেরও রহস্য প্রকাশিত হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে হত্যাকারীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যাপন করছে স্বাভাবিক জীবন। কেউ কেউ রয়েছে জামিনে। কেউ আবার মিডিয়াতেই কর্মময় জীবনযাপন করছে। অনেক হত্যাকান্ডের বিচারকার্য এমনকি তদন্তকাজ, চার্জশীট ঝুলে আছে। কয়েকটি মামলার ক্ষেত্রে বছরের পর বছর সময় নিয়েও তদন্ত শেষ করতে পারেনি পুলিশ। এ দীর্ঘ সময়ে সাংবাদিক হত্যারও বিচার না হওয়া রাষ্ট্রের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

সারা জীবন আমি আমাকে ভাগ্যবান বলে মনে করব: দেব

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বর্তমানে একের পর এক ছবির কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন অভিনেতা তথা সাংসদ দেব। একদিকে ব্যোমকেশ অর্থাৎ দুর্গরহস্য ছবির কাজ শেষ করলেন, তারপরই আবার বাঘাযতীন ছবির কাজ শেষ করে ফেললেন অভিনেতা। বছরের শুরু থেকেই বাঘাযতীন ছবির কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন দেব। তবে মাঝে বেশ কয়েকদিন তিনি সেই ছবির কাজ থেকে বিরতি নিয়ে শেষ করেন দুর্গরহস্য ছবির কাজ। এবার পালা প্রধান ছবির। তার আগে বাঘাযতীন-এর বাকি অংশের কাজ শেষ করে ফেললেন অভিনেতা।

মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট শেয়ার করলেন তিনি বিপ্লবী বাঘাযতীনের সঙ্গে। বাঘাযতীন ছবির লুক বজায় রাখতেই তিনি ধুতি কুর্তাতে এদিন ফ্রেমবন্দি হলেন। কেবল ছবি পোস্ট নয়, সঙ্গে করলেন এক দীর্ঘ পোস্টও।

সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখলেন, ”দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যিনি প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, সেই বীরের চরিত্রে অভিনয় করা। অভিনেতা হিসেবে কেরিয়ারে এ আমার এখ উল্লেখ যোগ্য কাজ হয়ে থাকবে। সারা জীবন আমি আমাকে ভাগ্যবান বলে মনে করব। শুটিং শেষ।” এই ছবিতে কাজ করতে গিয়ে নিজেকে অনেক ভেঘে গড়েছেন দেব। পাল্টেছে লুক, শরীরের আদল। তিনি প্রথম থেকে এই ছবি নিয়ে বহু রিসার্চ করেছিলেন। কঠোর পরিশ্রম করেছেন শুটিং সেটে। ওড়িশা সংলগ্ন এলাকাতে শুট করার সময় চোখে পেয়েছিলেন গুরুতর চোট। তা নিয়েই শুটিং চালিয়ে গিয়েছিলেন অভিনেতা। দেবের এই ছবির লুক সামনে আসতেই সকলেই চমকে গিয়েছিলেন। ছবি মুক্তি পাবে দুই ভাষায়। হিন্দি ও বাংলাতে মুক্তি পাবে বাঘাযতীন। এই প্রথম দেবের কোনও ছবি হিন্দিতে মুক্তি পাচ্ছে। চলতি বছর পুজোয় মুক্তি পাবে এই ছবি। প্রতিবছর পুজোয় পর্দায় একগুচ্ছ ছবি মুক্তি পায়। এবার সেই তালিকায় থাকছে বাঘাযতীন। অন্য লুকে ধরা দেবেন দেব।

কালো পোশাকেও মোহময়ী কৌশানী

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : টালিউডে তিনি মোহময়ী সুন্দরীর তালিকায় রয়েছেন। তার ছবি দেখে সোশ্যাল মিডিয়ার অনুরাগীরা মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি হলেন অপরূপ সুন্দরী নায়িকা কৌশানী মুখার্জী। সদ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় কালো পোশাকে একটি ফটোশ্যুটের ছবি শেয়ার করে নিয়েছেন এ অভিনেত্রী। আর সেই ছবিকে প্রশংসায় ভাসালেন নেটিজেনরা। কিছুদিন আগেই জন্মদিন উদযাপন করেছেন তিনি। সবসময়েই সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ সক্রিয় কৌশানী। তার বিভিন্ন ছবি প্রায়ই ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। তার রূপের মোহে মজে নেটদুনিয়া।

সদ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় কালো পোশাকে যে ছবি তিনি শেয়ার করে নিয়েছেন, সেখানে কমেন্টবক্সে তাকে প্রশংসায় ভরিয়েছেন নেটিজেনরা। তার পিছন ঘুরে দেখার ভঙ্গি দেখে এক নেটিজেন আবার খুনসুটি করে মন্তব্য করেছেন, ছোটবেলায় গুঁড়ো দুধ চুরি করে খেলে মা এভাবে দেখতেন।

১৭ মে ৩১ পূর্ণ করেছেন টালিউডের নায়িকা কৌশানি। জন্মদিনের আগের দিন অভিনেতা বনি সেনগুপ্তকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পূজা দিয়েছিলেন কৌশানি। আর তাদের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রকে। এদিন নিজের ফেসবুক পেজ থেকেও লাইভ করেছিলেন বিধায়ক।

২০২৩ সালের জন্মদিন খানিক অন্যভাবে উদযাপন শুরু করেছিলেন কৌশানি। বিশেষ দিনের একদিন আগেই সকালে পৌঁছে গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে। এর আগে নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় স্টোরি দিয়ে সেই ব্যাপারে অনুরাগীদের জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী।

এদিন একটি ছবি পোস্ট করে অভিনেত্রী লিখেছিলেন, আগাম জন্মদিন ভালোই কাটালাম যারা আমাকে ভালোবাসেন তাদের সঙ্গে।' এরপর একটি বুমেরাং ভিডিও পোস্ট করেছিলেন তিনি। এরপরে অবশ্য জন্মদিনের দিনটা পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে মজা করেই কাটিয়েছিলেন অভিনেত্রী।

ভারতের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া অভিনেত্রী যারা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া অভিনেত্রীর কথা বললে অবশ্যই নাম আসবে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, আলিয়া ভাট কিংবা দক্ষিণের সুন্দরী সামান্তা বা নয়নতারার। কিন্তু শুনলে অবাক হবেন, প্রতি মিনিটের জন্য ১ কোটি রুপি পারিশ্রমিক পেতে যাচ্ছেন এক অভিনেত্রী, যিনি এঁদের মধ্যকার কেউ নন।

জনপ্রিয় তেলেগু পরিচালক বয়াপতি শ্রীনুর সিনেমায় আইটেম গানের প্রস্তাবে তিন মিনিটের পারফরম্যান্সের জন্য ৩ কোটি রুপি পারিশ্রমিক চেয়েছেন ওই অভিনেত্রী। আর সেটা হলে তিনিই ভারতের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া অভিনেত্রী হবেন বলে ডিএনএ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এই অভিনেত্রী আর কেউ নন, আইটেম গানের জন্য আলোচিত উর্বশী রাউতেলা।

এ বছর উর্বশী রাউতেলা আইটেম গানে ঝড় তুলেছেন। 'ওয়াল্টেয়ার ভিরাইয়া' ও 'এজেন্ট' সিনেমায় আইটেম গানে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। এরপর আসতে থাকে বিভিন্ন সিনেমা থেকে প্রস্তাব।

সর্বশেষ বয়াপতি শ্রীনুর যে সিনেমায় উর্বশীকে নাচার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তাতে অভিনয় করবেন জনপ্রিয় তেলেগু অভিনেতা রাম পোথিনেনি।উর্বশী এ বছর দক্ষিণ ভারতীয় মেগাস্টার চিরঞ্জীবী অভিনীত সিনেমা 'ওয়াল্টেয়ার ভিরাইয়া'তে আইটেম গানে কোমর দুলিয়েছেন। তিনি ৩ মিনিট ১৬ সেকেন্ডের আইটেম গানের পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন ২ কোটি রুপি।

এখনো নাম ঠিক না হলেও তেলেগু সিনেমাটির পোস্টার ও মুক্তির তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। পোস্টারে রাম পোথিনেনি একটি মহিষকে টেনে নিয়ে যেতে দেখা যায়। এর মুক্তির তারিখ আগামী ২০ অক্টোবর ঘোষণা করা হয়েছে।

উর্বশী রাউতেলা ২০১৩ সালে সিং সাব দ্য গ্রেট' সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে তাঁর অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। এরপর 'মিস্টার এরাভাতা' সিনেমার মাধ্যমে ২০১৪ সালে কন্নড় চলচ্চিত্রে তাঁর অভিষেক হয়। ২০২২ সালে 'দ্য লিজেন্ড' সিনেমার মাধ্যমে তামিল সিনেমায় অভিনয় শুরু করে উর্বশী এখন পুরো ভারতেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করছেন।

মা হতে যাচ্ছেন দীপিকা!

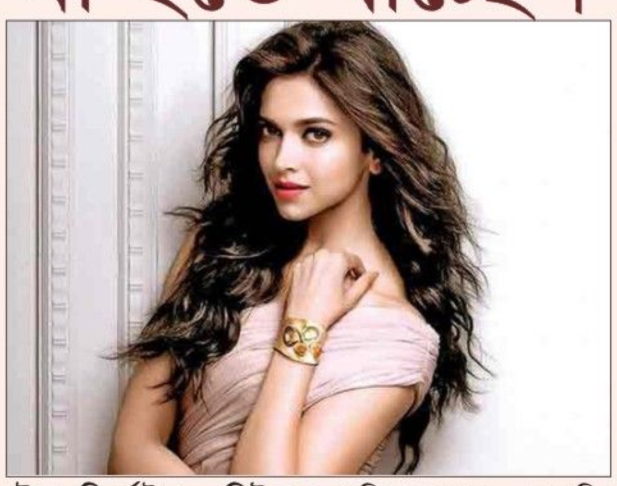

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : 'পাঠান' সিনেমায় গেরুয়া রঙের বিকিনি পরে বিতর্কের তুঙ্গে রয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। বৃহস্পতিবার (৫ জানুয়ারি) ছিল এ অভিনেত্রীর জন্মদিন। বিশেষ এই দিনে গুঞ্জন উঠে, চলতি বছরে মা হবেন দীপিকা।

ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মুম্বাইয়ের একজন খ্যাতনামা জ্যোতিষী দীপিকার খুব ভক্ত। দীপিকার জন্মদিনে তার কোষ্ঠি বিচার করে জানিয়েছেন, চলতি বছরের শেষে মা হবেন দীপিকা পাড়ুকোন। তারপর দীপিকার মা হতে যাওয়ার খবর বলিপাড়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত এ নিয়ে কোনোরকম মন্তব্য করেননি দীপিকা। এ অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠমহল বলছেন, আপাতত ক্যারিয়ারে মন দিতে চান দীপিকা।

বলিউডের আলোচিত তারকা জুটি দীপিকা পাড়ুকোন-রণবীর সিং। দীর্ঘ দিন চুটিয়ে প্রেম করার পর ২০১৮ সালে গাঁটছড়া বাঁধেন তারা। একই বছরের ১৪ ও ১৫ নভেম্বর ইতালির লেক কোমোর কাস্টা ডিভা রিসোর্ট অ্যান্ড স্পা-তে দক্ষিণ ভারতীয় ও শিখ রীতিতে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন এই জুটি। বিয়ের পর দীপিকার একাধিকবার মা হতে যাওয়ার গুঞ্জন উঠেছে।

দীপিকার পরবর্তী সিনেমা 'পাঠান'। এতে শাহরুখ খানের সঙ্গে জুটি বেঁধে অভিনয় করেছেন তিনি। এটি পরিচালনা করেছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ। এটি প্রযোজনা করছেন আদিত্য চোপড়া। সিনেমাটির অন্যান্য চরিত্রে দেখা যাবে- ডিম্পল কাপাডিয়া, আশুতোষ রানা, গৌতম, একতা কৌরকে। তা ছাড়াও ক্যামিও চরিত্রে দেখা যাবে সালমান খানকে। আগামী ২৫ জানুয়ারি সিনেমাটি মুক্তির কথা রয়েছে।

টিম ইন্ডিয়ার

নতুন জার্সি দেখে রেগে আগুন সমর্থকরা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : টেস্ট ক্রিকেটের জার্সি মানেই ধবধবে সাদা। এই ছবিই গাঁথা রয়েছে ক্রিকেট প্রেমীদের মনে। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে বদলে গেল টিম ইন্ডিয়ার জার্সি। কয়েকদিন আগেই ভারতের জার্সির প্রধান স্পনসর হিসেবে ফ্যান্টাসি ক্রিকেট অ্যাপ ড্রিম ১১ এর সঙ্গে চুক্তি হয়েছে বিসিসিআইয়ের। এবার তাই টিম ইন্ডিয়ার নতুন জার্সির সামনে জ্বলজ্বল করছে DREAM 11 লোগো। তাও আবার লাল রংয়ের। সাদা টেস্ট জার্সিতে লাল রংয়ের এই ড্রিম ১১ এর লোগো মোটেও মনে ধরেনি ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকদের। যে কারণে, টিম ইন্ডিয়ার নতুন জার্সি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ভারতের ক্রিকেট প্রেমীরা।

সম্প্রতি টুইটারে ভারতীয় ক্রিকেটারদের নতুন টেস্ট জার্সিতে ফটোশুটের ছবি ভাইরাল হয়েছে। যা দেখে নেটিজেনরা রেগে কাঁই হয়ে গিয়েছেন। বিখ্যাত ক্রীড়া সরঞ্জাম ও পোশাক প্রস্তুতকারী সংস্থা অ্যাডিডাস ভারতের নতুন জার্সি বানিয়েছে। কিন্তু তাতে লাল রংয়ের ড্রিম ১১ লেখা ভীষণ দৃষ্টিকটু লেগেছে ভারতীয় সমর্থকদের। তাই এক সমর্থক টুইটারে লিখেছেন, 'অ্যাডিডাস সুন্দর জার্সি বানিয়েছিল, তাতে ড্রিম ১১ লেখাটা পুরো জল ঢেলে দিল।' কেউ কেউ টুইট করেছেন 'বিরাট কোহলি এই নতুন জার্সি পরার পরও ভালো লাগছে না।'

টিম ইন্ডিয়ার এক সমর্থক টুইটারে লিখেছেন, 'ড্রিম ১১ এর থেকে স্টার, বাইজুস লেখা জার্সি অনেক ভালো ছিল। পুরনো সাহারা জার্সিও ফিরিয়ে আনলে ভালো হত।' চলতি বছরের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে কোনও স্পনসর ছাড়াই খেলেছিল ভারত। সেই সময় টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে বড় করে লেখা ছিল ইন্ডিয়া।

১২ বছর পর ইউনাইটেডের সঙ্গে

বিচ্ছেদের ঘোষণা দিলেন ডেভিড ডি গিয়া

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সম্পর্কের ১২ বছরে এসে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণা দিলেন ডেভিড ডি গিয়া।

শনিবার (৮ জুলাই) স্প্যানিশ কিপার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডকে বিদায় জানান। জুন মাসে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে তার চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে। এরপর থেকেই ফ্রি এজেন্ট ছিলেন তিনি। এই এক যুগে ইউনাইটেডে ৫৪৫ ম্যাচ খেলেছেন ডি গিয়া।

তিনি বলেন, ১২ বছর ধরে যে ভালোবাসা পেয়েছি, সেজন্য আমি আমার অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। এই জার্সি যখনই পরেছি, আমি গর্ববোধ করেছি। দলকে নেতৃত্ব দেওয়া, এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করতে পারা, বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্লাব যে সম্মান কেবল দিয়েছিল কিছু সৌভাগ্যবান খেলোয়াড়কে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া পোস্টে দীর্ঘ সম্পর্ক ছিন্ন করলেন ৩২ বছর বয়সী কিপার, ম্যানইউর সব সমর্থকদের উদ্দেশ্যে এই বিদায়ী বার্তা দিলাম আমি।

২০১১ সালে ১ কোটি ৮৯ লাখ পাউন্ডে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ থেকে ম্যানইউতে যোগ দেন ডি গিয়া।

তিনি বললেন, আমি এখানে আসার পর থেকে ছিল অবিস্মরণীয় ও সফল অধ্যায়। তরুণ বয়সে অ্যাটলেটিকো ছাড়ার পর আমি কখনও চিন্তা করিনি একসঙ্গে আমরা এতকিছু অর্জন করবো। এখন নতুন চ্যালেঞ্জ নেওয়ার সঠিক সময়, আবারও নতুন পরিবেশে আমাকে যুক্ত করার। ম্যানইউ সবসময় আমার হৃদয়ে থাকবে। এই ক্লাব আমাকে গড়েছে এবং কখনও আমার কাছ থেকে হারিয়ে যাবে না।

প্রিমিয়ার লিগে মৌসুমে সবচেয়ে বেশি ম্যাচে গোল না খাওয়ায় (ক্লিন শিট) দুবার সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার গোল্ডেন গ্লাভস জিতেছেন ডি গিয়া। ১৭টি ক্লিন শিট রেখে যার সর্বশেষটি সর্বশেষ মৌসুমেই পেয়েছেন তিনি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ভুলের কারণে সমালোচনাও কম হয়নি তার।

সিএসকেতে তোমার জন্য

জায়গা ফাঁকাই রয়েছে: ধোনি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় ক্রিকেটার অম্বাতি রায়ডু অবসর নিয়েছেন। তার জায়গাটা ফাঁকাই রয়েছে চেন্নাই সুপার কিংসে। সেই জায়গায় কি দেখা যাবে এক দক্ষিণে কমেডি অভিনেতাকে? এ পর্যন্ত পড়ে অবাক হতেই পারেন অনেকে। তবে খবর এমনই।

ধোনি এন্টারটেনমেন্টস-এর প্রথম ছবি টলেটস গেট ম্যারেড[illegible]-এর ট্রেলার লঞ্চিং অনুষ্ঠানে ধোনিকে এমনই প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিলেন অভিনেতা যোগী বাবু। চেন্নাই সুপার কিংসে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি। ধোনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে জবাব দেন। ভুবনজয়ী অধিনায়কের জবাব নিয়ে প্রবল চর্চা হয়।

যোগীর প্রশ্নের উত্তরে কী বলেছিলেন ধোনি? ক্যাপ্টেন কুল বলেন, "রায়ডু অবসর নিয়েছে। সিএসকে-তে তোমার জন্য জায়গা ফাঁকাই রয়েছে। কিন্তু ফিল্ম নিয়ে তুমি খুব ব্যস্ত থাকো। তবুও আমি ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলবো। তবে তোমাকে ধারাবাহিকতা দেখাতে হবে। খুব জোরে বল আসবে। তোমাকে চোটগ্রস্ত করার চেষ্টা করবে ওরা।"

আইপিএল ফাইনালের বল গড়ানোর আগেই রায়ডু জানিয়ে দেন, সব ধরনের ক্রিকেট থেকে তিনি অবসর নিচ্ছেন। নতুন মরশুমের আইপিএলে রায়ডুর জায়গায় কাকে খেলানো হবে, তা দেখার অপেক্ষায় সবাই।

মেসিকে বরণ করে নিতে

ব্যাপক প্রস্তুতি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লিওনেল মেসিকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বাড়তে শুরু করেছে উন্মাদনা। যেখানে যোগ দিয়েছেন ইন্টার মায়ামির মালিক ডেভিড বেকহ্যাম নিজেই। মেসির ম্যুরালে দিয়েছেন তুলির আচড়। ১৬ জুলাই তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে ক্লাবটি। মেসির জন্য যেনো আর তর সইছে না ইন্টার মায়ামির। যতই ঘনিয়ে আসছে সময়। ততই বাড়ছে উন্মাদনা। মেসি ম্যানিয়ায় আক্রান্ত স্বয়ং ক্লাবটির মালিক ডেভিড বেকহ্যাম। এতোটাই যে নিজেই নেমে পড়েন মায়ামির ওয়াইনউডে, সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলারের দেয়াল চিত্র অঙ্কনে। প্রায় আড়াই সপ্তাহ ধরে যা তৈরি করেছেন আর্জেন্টিনার বিখ্যাত শিল্পী ম্যাক্সিমিলিয়ানো ব্যাগনাস্কো। রবিবার, তাকে অবাক করে সেখানে হাজির হোন বেকহ্যাম। ক্রেনে চড়ে নিজ হাতে দেন তুলির আঁচড়।

চিত্রশিল্পী ম্যাক্সিমিলিয়ানো ব্যাগনাস্কো বলেন, ডেভিড ব্যাকহাম হঠাৎ করেই এখানে আসেন। এরপর আমার সঙ্গে যোগ দেন। তখন আমি ঘামে ভিজে ও অ্যারোসোল মেখে একাকার। এটা ছিল অবাক করার মতো। মেসির কাছ থেকেও যদি আমি এমন সারপ্রাইজ পাই তবে সত্যিই আমি মরে যাব। মেসির প্রতি ডেভিড বেকহ্যামের ভালোবাসা ধরা পড়ে তার স্ত্রীর ক্যামেরায়। পরে নিজেই তা ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন ভিক্টোরিয়া বেকহ্যাম। জানান, মেসিকে বরণে কতটা উদগ্রীব সাবেক ইংলিশ তারকা।

তবে সত্যিকারের মেসিকে দেখতে আরও কটা দিন অপেক্ষা করতে হবে মায়ামিবাসীকে। বুধবার কিংবা বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর কথা লিওর। ১৬ জুলাই তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে ইন্টার মায়ামি। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না এলেও, সম্প্রতি গণমাধ্যমে আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছে ইন্টার মায়ামি। সবকিছু ঠিক থাকলে ২১ জুলাই মেজর লিগ সকারে শুরু হতে পারে মেসি অধ্যায়। তবে তার আগেই নিউ ইয়র্কের অ্যাডিডাসের শো রুমে দেখা মিলেছে মেসির ইন্টার মায়ামির জার্সি। শিরোনাম, ইম্পোসিবল ইজ কামিং।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে

কড়া বার্তা দিলো বিসিসিআই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এশিয়া কাপে পাকিস্তানে খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এখনও এশিয়া কাপের সূচি প্রকাশিত না হওয়ায় নানা জল্পনা চলছিল। এশিয়া কাপ আর ওডিআই বিশ্বকাপকে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টায় ছিল পিসিবি। পাক ক্রিকেট বোর্ডের প্রস্তাবিত হাইব্রিড মডেল মেনেই এ বারের এশিয়া কাপ হবে। আগে পিসিবি জানিয়েছিল, বিনা শর্তে তারা ভারতে এ বছরের ওডিআই বিশ্বকাপ খেলতে আসবে। পরবর্তীতে যদিও বেঁকে বসে বাবর আজমের দেশের ক্রিকেট বোর্ড। তারা দাবি তোলে টিম ইন্ডিয়া যদি এশিয়া কাপ খেলতে পাকিস্তানে না আসে, তা হলে বাবরদেরও ভারতে গিয়ে বিশ্বকাপে না খেলাই উচিত। যদিও পিসিবির কোনও চালই কার্যত মেনে নেয়নি বিসিসিআই। কড়া বার্তা দিলো বিসিসিআই। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে এশিয়া কাপে খেলতে পাকিস্তানে কোনও মতেই যাবে না ভারত। মঙ্গলবার, ১১ জুলাই আইসিসির বৈঠক ছিল। তারই ফাঁকে সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ ধুমাল জানিয়েছেন এশিয়া কাপের সূচি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি তা প্রকাশ্যে আসবে। বর্তমানে ডারবানে রয়েছেন অরুণ ধুমাল। সেখান থেকেই তিনি জানিয়েছেন, পিসিবির প্রধান জাকা আশরফের সঙ্গে কথা হয়েছে বিসিসিআই সেক্রেটারি জয় শাহর এবং তাদের মধ্যে এশিয়া কাপের সূচি নিয়ে কথা হয়েছে। অরুণ আরও জানান, লিগ পর্বের ৪টি ম্যাচ পাকিস্তানে হবে। বাকি ৯টি ম্যাচ হবে শ্রীলঙ্কায়। সেখানেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে। আর যদি দুই দল ফাইনালে ওঠে তাহলেও সেটি শ্রীলঙ্কায় হবে।

বিশ্বকাপের আগেই রোহিতদের

সতর্ক করলেন যুবরাজ সিং

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতের মিডল অর্ডার নিয়ে চিন্তিত যুবরাজ সিং। এবারের বিশ্বকাপ ভারত জিতবে কিনা সেই ব্যাপারে নিশ্চিত নন যুবরাজ। একটি ইউটিউব চ্যানেলের সঙ্গে কথা বলার সময়ে তিনি বলেন, মিডল অর্ডারে ভারতীয় দলে বেশ কিছু সমস্যা আছে।।

যুবরাজ বলছেন, "ভারত বিশ্বকাপ জিতবে কিনা, সেই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না। মিডল অর্ডারে ভারতীয় দলে বেশ কিছু সমস্যা আছে। চোট সমস্যা আছে। ভারত বিশ্বকাপ জিততে না পারলে তা অত্যন্ত হতাশাজনকই হবে।"

২০১১ সালের বিশ্বকাপে বাঁ হাতি অলরাউন্ডার প্রতিযোগিতার সেরা হয়েছিলেন। যুবরাজ একাই একাধিক ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিয়েছিলেন। সেই যুবরাজ ভারতীয় দল সম্পর্কে বলছেন, "রোহিত বুদ্ধিমান অধিনায়ক। দলের কম্বিনেশনটা ঠিক হওয়া উচিত। নিজেদের তৈরি করার জন্য কয়েকটা ম্যাচ দরকার। ২০ জন প্লেয়ারের একটি পুল থেকে ১৫ জন বেছে নেওয়া উচিত।"

যুবির মতে, "ভারতের টপ অর্ডার ভাল। কিন্তু মিডল অর্ডার গোছানোর দরকার রয়েছে। চার ও পাঁচ নম্বর পজিশন খুব গুরুত্বপূর্ণ। আইপিএলে ঋষভ পন্থ যদি চার নম্বরে ব্যাট করতে নামে, তাহলে জাতীয় দলের হয়েও একই নম্বরে নামা উচিত পন্থের। চার নম্বর ব্যাটসম্যানকে দেখনদারি না হলেও চলবে। সমস্ত চাপ শুষে নেবে চার নম্বর ব্যাটসম্যান।"

চার নম্বর পজিশনে নেমে যুবরাজ মাতিয়ে ছিলেন ২০১১ বিশ্বকাপ। চার নম্বর পজিশনের জন্য আদর্শ ব্যাটসম্যান হিসেবে বাঁ হাতি অলরাউন্ডার লোকেশ রাহুল ও রিঙ্কু সিংয়ের কথা বলেছেন যুবরাজ সিং। তিনি বলেন, "রিঙ্কু সিং দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছে আইপিএলে। পার্টনারশিপ গড়তে পারে। স্ট্রাইক রোটেট করতে পারে।"

হেড কোচের পর কি

এবার পদ খোয়াবেন গৌতম গাম্ভীর?

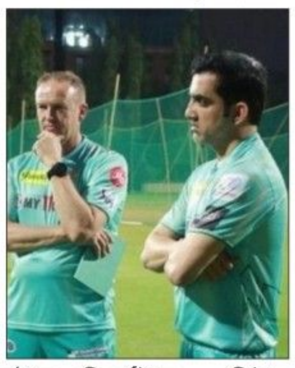

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০২২ সাল থেকে দশ দলের আইপিএল শুরু হয়েছে। নতুন দুটি টিম গুজরাট টাইটান্স ও লখনউ সুপার জায়ান্টস। একইসঙ্গে পথ চলা শুরু করলেও গুজরাটের সাফল্য বেশি। আবির্ভাবেই আইপিএল ট্রফি জয় এবং ২০২৩ সালেও ফাইনাল খেলেছে গুজরাট। এদিকে দুই মরসুমে প্লে অফে উঠলেও লখনউ সুপার জায়ান্টস ট্রফি জেতা তো দূরের কথা, ফাইনালও খেলতে পারেনি। লোকেশ রাহুলের চোটের কারণে মরসুমের মাঝপথে দলের দায়িত্ব গিয়ে পড়েছিল ক্রুণাল পান্ডিয়ার উপর। ক্রুণাল দলকে শেষ চারে তুললেও ফাইনাল খেলার স্বপ্ন অধরা রয়ে গিয়েছে। ট্রফির খোঁজে মরিয়া লখনউ কর্তৃপক্ষ ছেঁটে ফেলতে উদ্যোত হেড কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারকে। তার পরিবর্তে অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম বার টি-২০ বিশ্বকাপ জেতানো কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারের সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় পাকা করে ফেলেছেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কারা। সব ঠিকঠাক থাকলে ২০২৪ সাল থেকে লখনউয়ের কোচের পদে দেখা যাবে এই অস্ট্রেলিয়ানকে। অ্যান্ড ফ্লাওয়ারের বিদায় নিশ্চিত। কারণ লখনউয়ের সঙ্গে তার দুই বছরের চুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে লখনউয়ের নতুন কোচ খুঁজতেই পারে। জাস্টিন ল্যাঙ্গারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোচিংয়ে অভিজ্ঞতা থাকলেও আইপিএলে এই প্রথম বার কোচিং করাবেন। তার রেজিউমে ঘাঁটলে দেখা যাবে, ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম বার টি-২০ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন করার পিছনে ছিল ল্যাঙ্গারের মস্তিষ্ক। নিজের অভিজ্ঞতার জোরে বিগ ব্যাশ লিগে গত চার বছরের মধ্যে তিন বারই পারথ স্কচার্সকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন। গত দুটি মরসুমে অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারের তত্ত্বাবধানে লখনউয়ের পারফরম্যান্স বেশ ভালো। যদিও এটুকুতেই সন্তুষ্ট নয় কর্তৃপক্ষ। তবে কোচিং স্টাফে আর কোনও পরিবর্তন হবে কি না এখনও নিশ্চিত নয়। লখনউ ম্যানেজমেন্ট সাপোর্টিং স্টাফের বাকি সদস্যদের পরিবর্তন কি হবে? দলটির ডিরেক্টর পদে রয়েছেন গৌতম গাম্ভীর। বাকিরা হলেন বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল, ফিল্ডিং কোচ জন্টি রোডস এবং সহকারী কোচ বিজয় দাহিয়া।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR